দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 AUG 1988
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ ভর্তি প্রসঙ্গ

আমরা কিছু ছাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ সেশনে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে যথারীতি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের নাম প্রত্যেক বিভাগে প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ের কিছু ছাত্রকে রাখা হয় অপেক্ষমাণ তালিকার আওতায়। প্রাথমিক তালিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভর্তি হয়নি সেই আসনগুলোকে পূরণ করার জন্যই অপেক্ষমাণ তালিকা। সে হিসেবে প্রতি বিভাগের খালি আসনগুলোই অপেক্ষমাণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পূরণ হবার কথা। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শতাধিক আসন এখনো শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আর ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিসংক্রান্ত ব্যাপার চলছে ছিনিমিনি খেলা।

ভর্তির একটি সময়সীমা পেরুনোর পর ইউনিট প্রধানগণ ভর্তির সময় বৃদ্ধির ব্যাপারে ভি, সি মহোদয়কে জ্ঞাপন করেন। এবং কলা অনুষদের সম্মানিত ডীন সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বেশ কয়েকটি ভর্তি ফরম ছাত্রদেরকে দিয়ে দেন। ছাত্ররা ভর্তির জন্য যথারীতি প্রচেষ্টা চালালেও হঠাৎ করে একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় আর কাউকে ভর্তি করানো যাবে না। কিন্তু এরপরই ভি, সি মহোদয় তার বিশেষ পরিচিত একজন ছাত্রকে অবৈধভাবে ভর্তির সুযোগ প্রদান করে স্বজনপ্রীতির অন্যতম নজির স্থাপন করেন যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতের শ্রুত কিছু স্বজনপ্রীতিমূলক আচরণকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে আমাদের ধারণা।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের মত ভর্তি প্রত্যাশী ছাত্রদের মাঝে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির প্রভাবকে আরো পরিচিত করিয়ে দিল। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী একজন ব্যক্তিত্বের এহেন স্বজনপ্রীতিমূলক আচরণ শুধু আমাদের নয়, পুরো জাতিকেই হতাশ করার মতো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে এধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণকে আর কতকাল মাথা পেতে নিতে হবে তা আমাদের অজানা। ভর্তিচ্ছু হতভাগ্য ছাত্রদের পক্ষে-

মোঃ আবুল হাশেম, মোঃ সাইফুর রহমান, আবদুল হালিম চৌধুরী, মোঃ মইনুল ইসলাম।